দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR 8 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

146

বিএম কলেজ ঃ অবাঞ্ছিত শিক্ষক শাস্তি না পেয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলেন

বরিশাল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারী শিক্ষকদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগে বিএম কলেজে অবাঞ্ছিত ঘোষিত কলেজ শিক্ষক প্রফেসর সাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিএম কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিয়ে পুরস্কৃত করে।

১৯৯৫ সালের ৯ই আগস্ট বিএম কলেজের নির্মাণাধীন একটি ভবনে বরিশাল মহিলা কলেজের ছাত্রী স্মৃতিকণা বিশ্বাসের শ্লীলতাহানি ঘটানো হয়। বিএম কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর মকবুল উদ্দিন আহমদ ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর সাইদুল ইসলাম নির্যাতিত স্মৃতিকণাকে উদ্ধার করেন। তারা আসামিদের সরে যেতে সাহায্য করেন। কিন্তু ঘটনাটি পুলিশ বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাননি। পরে এ ব্যাপারে মামলা দায়ের হলে জেলা দায়রা জজ মামলার রায়ে উল্লিখিত দু' শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হাইকোর্টে আপিল দায়ের করলে হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ উল্লিখিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের এই আদেশটি ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রচারিত হয়।

অধ্যক্ষ মকবুলউদ্দিন আহমদ ইতোমধ্যে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। জেলা দায়রা জজ ওই দু' শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেও শিক্ষা বিভাগ কোন ব্যবস্থা না নিয়ে উপাধ্যক্ষ সাইদুল ইসলামকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয়।

উল্লেখ্য, প্রফেসর সাইদুল ইসলামের আমলেই সরকারি বিএম কলেজের বেসরকারি ফাণ্ডের টাকার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে অন্য শিক্ষকদের সাথে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে।